**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

**ভাষণ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪২১, ২৮ আগস্ট ২০১৪

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

**আসসালামু আলাইকুম।**

 শোকাবহ আগস্ট মাসে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্টের সকল শহীদকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করাই আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

দেশের উৎপাদন ও ভোক্তা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানি নীতি এবং রপ্তানি সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, মুক্ত বাজার কাঠামোতে জনবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করা এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ।

জাতির পিতা ১৯৫৬ সালে বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আট মাস দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দল গোছানোয় মনোনিবেশ করেন।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাঙালি জাতির বাণিজ্য ও শিল্প স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বিসিক, এফডিসিসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা, বাজার ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করাকে গুরুত্ব দিয়েছি। ভোক্তা অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছি। ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে এই অধিদপ্তর জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়েও ভোক্তা অধিকার কমিটি গঠিত হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “নিরাপদ খাদ্য আইন” প্রণয়ন করা হয়েছে। “ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন” প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভোগ্যপণ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ রোধে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

সরকার ব্যবসা করে না। আমরা ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচনা করি। ব্যবসার নামে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা আমরা কঠোর হাতে দমন করেছি। তাই গত রমজানে জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি।

মুক্তবাজার ব্যবস্থায় ভোক্তা চাহিদার ওপর পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নির্ভর করে। উৎপাদন ও সরবরাহ কমিয়ে বাজারে সংকট সৃষ্টি করে ইচ্ছামতো দাম নেয়া মুক্তবাজার নয়। তাই সরকার-নির্ধারিত খুচরা ও পাইকারী দাম নিশ্চিতে ক্রেতা-ভোক্তা সকলকে সচেতন হতে হবে।

রপ্তানি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। ২০০৮-০৯ এ আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১৫ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩০ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। ৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

আমরা ১৯৯৬ সরকারের সময়ও রপ্তানি আয় ৩ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ৬ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করি। ভয়াবহ বন্যা, বিএনপি’র সময়ের জিএসপি জালিয়াতি ও চিংড়ী রপ্তানিতে দুর্নীতি সামাল দিয়ে আমরা রপ্তানি আয় প্রায় ৬৭ শতাংশে বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম।

রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে সব ধরণের শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের আয়-রোজগার বেড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ফলে ভোক্তা চাহিদা বেড়েছে। দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতার নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা টিসিবি’র গুদাম ধারণ ক্ষমতা ১১ হাজার টন থেকে প্রায় ৪৪ হাজার টনে উন্নীত করেছি। ডিলার সংখ্যা ১৪০ জন থেকে ৩০০৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রায় ৫৩১ একর জমির উপর “গার্মেন্টস শিল্পপার্ক” স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

চা উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৬৬ দশমিক ২৬ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে।

আমরা আমদানি-বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করছি। রপ্তানিতে নগদ সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। গত পাঁচ বছরে আমদানিও বেড়েছে।

আমদানির তুলনায় রপ্তানিতে বেশি প্রবৃদ্ধি হওয়ায় আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে। চলতি হিসাবে স্থিতি বেড়েছে। যা সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

সরকার রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার সৃজনে নগদ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এলক্ষ্যে বেসরকারী খাতের সাথে সমন্বিতভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানাই।

তৈরি পোশাক আমাদের রপ্তানির প্রধান খাত। পোশাক শিল্পে নিরাপদ উৎপাদন ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। এ লক্ষ্যে পোশাক শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানাই।

এলডিসি হয়েও আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তাই আমাদের পোশাক খাত বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করছে। আমাদের অগ্রযাত্রা স্থিমিত করতে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কম হচ্ছে না। এসব চক্রান্ত মোকাবেলার সামর্থ্য আমাদের অর্জন করতে হবে। এজন্য বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিটি বিষয়ে নিয়মিত নতুন জ্ঞান আহরণের বিকল্প নেই।

রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখতে সকলকে আরও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নেগোশিয়েশানে বাংলাদেশ যাতে সর্বোচ্চ লাভবান হতে পারে সেজন্য সার্বক্ষণিক গবেষণা করতে হবে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সামর্থ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ এখনও স্বল্পোন্নত দেশ। কিন্তু আফ্রিকান এলডিসিগুলোর মতো নয়। তারা প্রধানত শিল্প কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য রপ্তানি করে। আমরা মূলত ম্যানুফেকচারিং পণ্য রপ্তানি করি। তাই আমাদের স্বার্থ ভিন্ন। বিশ্ব বাণিজ্য আলোচনায় এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সার্কের (১৯৮৫) আওতায় সাপটা, SAPTA(১৯৯৩) হয়েছে। সাফটা, SAPTA (২০০৪) হয়েছে। সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (২০১০) হয়েছে। কিন্তু সার্ক বাণিজ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সার্কের মোট বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ হয় জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে। তাও এ বাণিজ্যের বড় অংশই বাংলাদেশ আমদানি করে। সার্ক দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানোর প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের উপায় খুজতে হবে।

চোরাচালান রোধ ও পণ্য পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে দুটি বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে। আরও চারটি বর্ডার হাট চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও উদ্যোগ নিতে হবে।

আঞ্চলিক ও বিশ্ববাণিজ্য সম্প্রসারণে অশুল্ক বাধা বড় সমস্যা। এসব বাধা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই বাধাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। বাধা অপসারণে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। কৌশল ঠিক করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

আমরা স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র্র ও কুটির শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করছি। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব পণ্য দেশে বাজারজাতকরণ এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। দেশও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

সরকার এসএমই উদ্যোক্তা সৃজনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এসব শিল্পপণ্য রপ্তানির সুযোগ বাড়াতে পারলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোকে আরও সক্রিয় হতে হবে। প্রত্যেকের দায়িত্বকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। প্রমোশনাল কর্মকান্ড জোরদার করতে হবে। মিশনগুলোর রপ্তানি টার্গেটের পাশপাশি ওই দেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনারও টার্গেট দেয়া যেতে পারে। নিয়মিত মনিটরিং করলে টার্গেট পূরণ সহজ হবে।

বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। এ অংশগ্রহণকে আরও অর্থবহ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। রপ্তানি সহায়তাকে নতুন পণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

আমরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

আমরা নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করছি। আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করবো। সকলকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

 আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...